উৎসাহ দেওয়া হয়।

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

মাতা-পিতা আমাদের কাছে দেবতার সমান। তাঁদের সমান গুরু পৃথিবীতে নেই। যাতে শিশুর কোনরকম কষ্ট না হয় সেদিকে মা সবসময় নজর রাখেন। মাতা-পিতা সন্তানকে সযত্নে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। তাঁরা সন্তানের সুখের জন্য নিজেদের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেন না। তাঁরা সন্তানের অসুখে আহার-নিদ্রা ভুলে সন্তানের সেবা শুশ্রূষা করেন। তাঁরা নিজেদের মুখের খাবার তুলে দেন সন্তানের মুখে। সন্তান কিসে সুখে থাকবে মাতা-পিতা কেবল সেই চিন্তাই করেন। মাতা-পিতা কত ত্যাগ স্বীকার করে সন্তানকে লেখাপড়া শেখান এবং বড় করে তোলেন। যে সন্তানের জন্য মাতা-পিতা এত করেন, সেই সন্তানেরও মাতা-পিতার প্রতি অবশ্যই অনেক কর্তব্য আছে—সেকথা ভুললে চলবে না। প্রত্যেক সন্তানের উচিত মাতা-পিতা যাতে সুখী হয় তার চেষ্টা করা। তাঁদের কথার অবাধ্য না হওয়া। তাঁদের আদেশ হাসিমুখে পালন করা। মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা। পৃথিবীর সকল মহাপুরুষরাই মাতা-পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। আমাদের দেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন খুবই মাতৃভক্ত। এঁদের আদর্শ সকলের মেনে চলা উচিত।